সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat
বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১৭ আগস্ট ২০২৫ | শনিবার

'বৃহত্তর ইসরায়েল' পরিকল্পনা: ৩১ দেশের নিন্দা

ছবিঃ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

ডেস্ক রিপোর্ট: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর 'বৃহত্তর ইসরায়েল' পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশসহ ৩১টি আরব ও মুসলিম দেশ। এ পরিকল্পনাকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে তারা।

শুক্রবার প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে জর্ডান, মিসর, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইয়েমেনসহ ওআইসি, আরব লীগ এবং জিসিসির মহাসচিবরা এই নিন্দা জানান।

বৃতিতে বলা হয়, নেতানিয়াহুর এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তির প্রতি অবজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।

বিএর আগে এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি 'বৃহত্তর ইসরায়েল'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সংযুক্ত একটি মিশনের অংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, 'বৃহত্তর ইসরায়েল' পরিকল্পনার আওতায় পশ্চিম তীর, গাজা, গোলান হাইটস এমনকি জর্ডান ও মিসরের কিছু অংশ যুক্ত করার ধারণা রয়েছে।

যা শুধু ফিলিস্তিনিদের জন্যই নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের কোনো অংশের ওপর ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব নেই এবং সেখানে ইসরায়েলি বসতি স্থাপন আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ২৩৩৪-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এছাড়া ইসরায়েলের উগ্র-ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের পশ্চিম তীরে নতুন বসতি নির্মাণ অনুমোদন এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধীতারও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

মুসলিম দেশগুলোর এই জোট জানায়, শান্তি রক্ষায় তারা জাতিসংঘ সনদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছে।

সূত্র: আরব নিউজ, আনাদোলু এজেন্সি

ইউক্রেন ইস্যুতে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক: হয়নি কোনো চুক্তি

ডেস্ক রিপোর্ট: শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে ট্রাম্প ও পুতিন যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন। এ বৈঠককে 'ইতিবাচক' হিসেবে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেছেন, আমি এখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে কথা বলবো। চুক্তি 'শেষ পর্যন্ত' তাদের ওপর নির্ভর করবে এবং তাদের সম্মত হতে হবে।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য আমাদের এই সংঘাতের মূল কারণগুলো নির্মূল করতে হবে। তবে মূল কারণগুলো বলতে কী বুঝিয়েছেন, তার বিস্তারিত তিনি উল্লেখ করেননি।

ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, ইউক্রেনীয় ও ইউরোপীয়রা শান্তিপ্রক্রিয়ায় বাধা না দেয়ার পথ বেছে নেবেন বলে আশা তিনি করছেন। তিনি বলেন, আমি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উভয়পক্ষকেই ফলাফলের দিকে নজর দিতে হবে।

তবে এই আলোচনার পরও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে অচলাবস্থা কাটেনি। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি বা এ যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা আসেনি।

মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল এই বৈঠককে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেন। সিএনএনকে তিনি বলেন, কোনো ফলাফল নেই। এটি নিছক সময় নষ্ট। পুতিন যখন ইউক্রেনে হামলা চালাচ্ছেন, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বলছেন- এটা অগ্রহণযোগ্য।

সূত্র: বিবিসি ও সিএনএন

ছবিঃ ইউক্রেন ইস্যুতে ট্রাম্প-পুতিন

ফেব্রুয়ারি মাসেই হবে নির্বাচন: প্রেস সচিব

ডেস্ক রিপোর্ট: সরকার প্রধানের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। যারা সন্দেহের বীজ বপন করছেন, তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।'
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন ও ছাত্রদল নেতা শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন, খবর বাসস।

ছবিঃ প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

প্রেস সচিব আরও বলেন, সরকার ইতিমধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্ষাকাল শেষে মানুষের মাঝে নির্বাচনী আমেজ তৈরি হবে, যা এক ধরনের আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, 'নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে এসব আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তফসিল ঘোষণার পর প্রার্থীরা মানুষের কাছে যাবেন, কথা বলবেন, তখনই মানুষের মনে সত্যিকারের নির্বাচনী উৎসাহ তৈরি হবে। এতে সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'
তিনি জানান, নির্বাচন কমিশন ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছে। বর্ষা শেষে সারাদেশে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা, উৎসাহ ও আগ্রহ আরও বাড়বে।

এ সময় শফিকুল আলম ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান রাব্বি ও হক আল আমীনের কবরেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
তিনি বলেন, 'আমি ছুটি পেয়ে এসেছি, পর্যায়ক্রমে আরও আট শহীদের কবর জিয়ারত করব। নতুন বাংলাদেশ গঠনে এসব শহীদের অবদান অনস্বীকার্য, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

হাসনাত-সারজিস-জারাসহ এনসিপির ৫ নেতার শোকজ প্রত্যাহার

ডেস্ক রিপোর্ট: জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ শীর্ষ পাঁচ নেতাকে দেওয়া কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ প্রত্যাহার করেছে দলটি। শনিবার (১৬ আগস্ট) এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব সালেহ উদ্দিন সিফাতের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়, খবর বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর।

এতে বলা হয়, ৬ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহর প্রতি পৃথক পাঁচটি কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত নেতারা দপ্তর মারফত আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর নোটিশের জবাব দেন।

শোকজের জবাব বিশ্লেষণে উপরোক্ত ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না ঘটায় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে উল্লিখিত শোকজ নোটিশসমূহ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।

৫ আগস্ট 'জুলাই অভ্যুত্থানের' প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চলাকালে ব্যক্তিগত সফরে তারা কক্সবাজার যান।

এ নিয়ে তখন নানা আলোচনা তৈরি হয়।

শোকজন নোটিশে বলা হয়েছিল, সফর সম্পর্কে 'রাজনৈতিক পর্ষদ'কে আগে কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ছবিঃ হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সারজিস আলম

এখনও ভাঙা হয়নি ফ্যাসিবাদী কাঠামো: শিবির সভাপতি

ছবিঃ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

ডেস্ক রিপোর্ট: দেশে গত ১৫ বছর ধরে গড়ে ওঠা 'ফ্যাসিবাদী কাঠামো' এখনও ভাঙা হয়নি বলে দাবি করেছেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়িত হয়নি। গত এক বছরে যে সংস্কারগুলো প্রত্যাশিত ছিল, তা রাজনৈতিক দলগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ক্ষমতার লোভে সংস্কারের বিষয়টিকে উপেক্ষা করছে।'

শনিবার সকালে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এসএসসি ও দাখিল সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন, খবর সমকাল।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, "৩৬ জুলাইয়ের আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা সংস্কার কমিশনে প্রতিফলিত হয়নি। স্থায়ী পরিবর্তনের দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। রাজনীতিবিদদের 'অতিমাত্রায় ক্ষমতালোভী মানসিকতা' দেশের স্থায়ী সংস্কারের পথে বাধা তৈরি করছে।"

অনুষ্ঠানে জেলা জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত আমদানির ঘোষণায় ভারতে চালের দাম বৃদ্ধি

ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশের ৫ লাখ টন শুল্কমুক্ত চাল আমদানির ঘোষণার পর ভারতে চালের বাজারে ব্যাপক উল্লম্ফন দেখা গেছে। দেশটিতে মাত্র দু'দিনে চালের দাম ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে চাল রপ্তানির তোড়জোড়ে দেশটির অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সরবরাহে সাময়িক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। দেশটির পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বাংলাদেশ সাময়িকভাবে চালের ওপর ২০ শতাংশ আমদানি শুল্ক তুলে নেবে বলে তাদের কাছে আগে থেকেই তথ্য ছিল। যে কারণে পেট্রাপোল সীমান্তের গুদামে পণ্য প্রস্তুত রেখেছিলেন তারা।
বুধবার বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে চাল আমদানির ২০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। এরপরই ভারতীয় ব্যবসায়ী বাংলাদেশে চাল রপ্তানিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

ছবিঃ ভারত থেকে চাল আমদানী

দেশটির সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণার পর ভারতের বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে স্বর্ণা চালের দাম প্রতি কেজি ৩৪ রুপি থেকে বেড়ে ৩৯ রুপিতে পৌঁছেছে। এছাড়া মিনিকেট ৪৯ রুপি থেকে বেড়ে ৫৫ রুপি, রত্না চাল ৩৬-৩৭ রুপি থেকে বেড়ে ৪১-৪২ রুপি এবং সোনা মসুরি ৫২ রুপি থেকে বেড়ে ৫৬ রুপি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

দেশটির চাল রপ্তানি ও বিপণন প্রতিষ্ঠান রাইসভিলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুরজ আগরওয়াল বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বুধবার দুপুরে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পর সেদিন রাত থেকেই ভারত থেকে চালের ট্রাক বাংলাদেশে ঢুকতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, "খরচ ও পরিবহন—উভয় দিক বিবেচনায় পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে চাল রপ্তানি করাটা সুবিধাজনক। যে কারণে উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কারখানা মালিকরাও এই স্থলপথেই বাংলাদেশে চাল রপ্তানি করছেন।"

স্বর্ণা চালের চাহিদা সারা ভারতে রয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মিনিকেট চালের জনপ্রিয়তা আছে। এছাড়া উত্তর ভারতে বেশি খাওয়া হয় রত্না চাল। আর সোনা মসুরি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দাদের অন্যতম প্রধান পছন্দ।
দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখা ও মূল্যস্ফীতি থেকে ভোক্তাদের স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে চাল আমদানির শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে চালের দাম ১৬ শতাংশ বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ওই অর্থবছরে ১৩ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়েছিল বাংলাদেশকে।

আন্ধ্রপ্রদেশের চালকল মালিক সি কে রাও বলেন, "আমার ট্রাকগুলো বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।"
চাল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হালদার ভেঞ্চার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেশব কুমার হালদার বলেন, বিশ্ববাজারে চালের বাড়তি সরবরাহ রয়েছে এবং ভারতে সরকারি ও বেসরকারি মজুত ভালো অবস্থায় আছে। এতে বৈশ্বিক চালের দাম কমেছে। বাংলাদেশের এই রপ্তানি অর্ডার ভারতীয় বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে আবার চাঙ্গা ও বৈশ্বিক দামের পতন আংশিকভাবে সামলাতে সাহায্য করবে।
সূত্র: ইকোনমিক টাইমস।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com